মহারাজ প্রতিপাদন করিয়াছেন—"দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাং"। দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণহীন বৈকুণ্ঠের দ্বারপালগণের কেমন করিয়া প্রাকৃত সম্বন্ধ আসিতে পারে? এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে শ্রীজয়-বিজয় প্রভৃতির দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ নাই অথচ বৈকুণ্ঠপুরে দ্বারপাল; দেহেন্দ্রিয়প্রাণশূন্য ব্যক্তির দ্বারপালত্ব সর্ব্বথাই অসম্ভব। অতএব অর্থাপত্তি প্রমাণে তাহাদের দেহেন্দ্রিয়াদির অপ্রাকৃতত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। যদি শ্রীবিষ্ণুর দ্বারপাল-গণেরই দেহ অপ্রাকৃত, তাহা হইলে শ্রীভগবানের দেহ যে অপ্রাকৃত—তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব তাদৃশ নিন্দাদির অগম্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দা করিলে তাঁহার মনঃপীড়া হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যে নিন্দাদির অগম্য, তাহা শ্রীমদ্ভগবদগীতায় "নাহংপ্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ" এই শ্লোকে স্পষ্টরূপেই প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে সকলের নিকটে প্রকাশ হয়েন না, সে বিষয়ে "তথা ন যস্য কৈবল্যাদভিমানোঽ-খিলাত্মনঃ"—এই শ্লোকে "অখিলাত্মনঃ" অর্থাৎ তিনি নিখিল দেহীর আত্মা, পরমাত্মা; পরমাত্মা যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির অবিষয় ইহা শ্রুতি-স্মৃতি প্রসিদ্ধ। ঐ শ্লোকের পরের দুই চরণে—"পরস্য দমকর্ত্তুহি হিংসা কেনাস্য কল্প্যতে", পরমাত্মা যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির অবিষয় তাহা 'পরস্য'—এই বিশেষণের দ্বারা স্পষ্ট করা হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি "প্রকৃতিবৈভবসঙ্গরহিত।" হিংসার অবিষয়ত্বে অর্থাৎ তিনি হিংসার বিষয় নহেন, সে বিষয়ে আরও একটি বিশেষণ দিতেছেন—'দমকর্ত্ত' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরমাশ্চর্য্য অনন্ত শক্তি বলিয়া সকলেরই শিক্ষা কর্ত্তা। অতএব যিনি সকলের শিক্ষা কর্ত্তা, তাঁহাকে হিংসা কে করিতে পারে? তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত হেতুজন্য যখন শ্রীভগবানের নিন্দাদিকৃত বৈষম্য নাই, তখন যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মনের আবেশ ঘটিলেই জীবের পরম কল্যাণ সাধিত হয়। এ বিষয়ে ১০।১২ অধ্যায়ে অঘাসুর মোক্ষপ্রসঙ্গে কথিত "সকৃদ্ যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতী দদৌ গতিম্", অর্থাৎ যে জন এক-বারের জন্যও যাঁহার শ্রীঅঙ্গের মনোময়ী প্রতিকৃতি, তাঁহার আভাসও ধ্যান-কারীর যদি উহাতে আবেশ ঘটে, আবার তাহা যদি বৈরভাবেও ধ্যান করে, তাহা হইলে সেই আদেশের ফলে শ্রীভগবানের নিন্দাদিকৃত পাপেরও নাশ হয় বলিয়া তাঁহাতে সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তি হওয়া কিছু যুক্তিবিরুদ্ধ নয়। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্ব্বৈরেণ ভয়েন বা। স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্"॥

শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ কহিলেন—হে রাজন! অতএব বৈরানুবন্ধেই হউক, নির্ব্বৈরেই হউক অথবা ভয়েই হউক, কিম্বা স্নেহে অথবা কামে; শ্রীকৃষ্ণে মনের